যায়যায়দিন

তারিখ 15 JAN 2008
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

22 Report

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলন অব্যাহত

চিফ অ্যাডভাইজরের সঙ্গে ভিসির সাক্ষাৎ

ইউনিভার্সিটি রিপোর্টার

ঢাকা ইউনিভার্সিটির জেলবন্দি ছাত্র-শিক্ষকদের আইনি প্রক্রিয়ায় সরকার দ্রুত মুক্তির আশ্বাস দিলেও ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। গতকাল তারা সকাল ১১টা থেকে দুই ঘণ্টা ক্লাস বর্জন, মানববন্ধন, সংহতি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। শিক্ষার্থীরা সরকারকে আগামী ১৮ জানুয়ারির মধ্যে জেলবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তির আলটিমেটাম দিয়েছে। এর মধ্যে মুক্তি দেয়া না হলে আরো কঠোর কর্মসূচির ঘোষণা দেবে তারা। একই দাবিতে শিক্ষার্থীরা আজ শিক্ষক, অভিভাবক ও বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সংহতি সমাবেশ করবে।

এদিকে ভিসি বিকাল ৪টার দিকে চিফ অ্যাডভাইজর ড. ফখরুদ্দীন আহমদের সঙ্গে তার অফিসে গুরুত্বপূর্ণ এক সভায় অংশ নেন। সভা শেষে টেলিফোন করা হলে তিনি জানান, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজের কতোটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যালোচনার জন্যই এ বৈঠক। আইনি প্রক্রিয়ায় বিষয়টি সঠিকভাবে এগোচ্ছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দ্রুত বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে। সরকারের সিদ্ধান্তের পরও শিক্ষার্থীদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

এর আগে তিনি দুপুরে সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সমস্যা সমাধানের একেবারে শেষ প্রান্তে এসেছি। এখন শুধু দুই-একটা দিন অপেক্ষা করতে হবে। সরকারের এ প্রক্রিয়া যাতে বিনষ্ট না হয় সে ব্যাপারে আমাদের সবার সচেতন থাকা উচিত। গত রবিবার সরকার ঢাকা ইউনিভার্সিটির জেলবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত মুক্তির আশ্বাস দেয়। সে রাতে এ মুক্তির আশ্বাস দিয়েছিলেন শিক্ষা উপদেষ্টা।

গতকালের কর্মসূচিতে নীল ও গোলাপি দলের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ক্লাস বর্জন করে। সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রলীগ সমর্থিত 'ছাত্রবন্ধু' সংগঠনটি কলা ভবন ও টিএসসি এলাকায় মৌন মিছিল করে রাজু ভাস্কর্যের সামনে মানববন্ধন করে। একই সময় বাম ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী সমর্থিত 'নির্যাতন বিরোধী ছাত্রছাত্রীরা' অপরাজেয় বাংলা ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে স্বাক্ষর গ্রহণ কর্মসূচি পালন করে।

শিক্ষার্থীদের দাবি– গত আগস্টের ছাত্র বিক্ষোভ ঘটনায় দায়ের করা সব মামলা প্রত্যাহার এবং জেলবন্দি শিক্ষক ও ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তি। শিক্ষার্থীরা জানান, সরকার এর আগেও তাদের দ্রুত মুক্তির আশ্বাস দিয়ে তা বাস্তবায়ন করেনি। এ অবস্থায় তাদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চলবে। শিক্ষার্থীরা শাহবাগে গাড়ি পোড়ানোর মামলার চার্জ শিট থেকে সাংবাদিক খোমেনী ইহসানসহ অন্যদের নাম প্রত্যাহারের দাবিও জানিয়েছে।

পৃ.২ ক.৫

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আন্দোলন অব্যাহত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দুপুর ১২টার দিকে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা সংহতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্ত করবী' নাটকটি মঞ্চায়ন করে। দুপুরে মধুর ক্যান্টিনে বাম সংগঠনের নেতাকর্মীরা ১৮ জানুয়ারির মধ্যে ৫৩ ও ৫৪ ধারা এবং শাহবাগে গাড়ি পোড়ানোর দুটি মামলা প্রত্যাহার করে জেলবন্দিদের মুক্তি না দিলে আরো কঠোর কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দেন।

শিক্ষক সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, সরকার জেলবন্দিদের মুক্তির ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছুই বলেনি। সরকার যেহেতু মামলার বাদী অই সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নিলেই সব শেষ হয়ে যায়। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর তাজমেরী এস এ ইসলাম বলেন, আশা করি সম্মানজনক অবস্থার মধ্য দিয়ে দুই-এক দিনের মধ্যেই শিক্ষক ও ছাত্ররা মুক্তি পাবে। তিনি আরো বলেন, আমার বিশ্বাস জেলবন্দিরা মামলার রায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হবেন।

এদিকে আজ মঙ্গলবার শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় শিক্ষক ও ছাত্রদের মুক্তির দাবিতে নতুন আন্দোলনের সিদ্ধান্ত না হলে আগামীকাল সাধারণ শিক্ষকরা তলবি সভা ডাকবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।